এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গণ বিবৃতি

সূচিঃ এএসএ ১৩/ ৩০৮১/২০১৫
তারিখঃ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫

বাংলাদেশ: মৃত্যুদণ্ড ন্যায়বিচারের সমার্থক নয়

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে শাস্তির সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধানের অবিরাম নিষ্ঠুর ব্যবহারের নিন্দা করে। শুধুমাত্র ২০১৫ সালের নভেম্বর থেকে, দেশের আদালতের বিচারে অন্তত ৫০ জনকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া হয়েছে।[১]

যদিও এইসব ব্যক্তিদের যে কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা খুব গুরুতর অপরাধ এবং অবশ্যই তাদেরকে ন্যায়বিচারের আওতায় আনতে হবে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে অন্যের জীবন নেয়া সহিংসতাকে চিরস্থায়ী করে মাত্র এবং সর্বোপরি এটি একটি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড জীবনের অধিকার, প্রত্যেক মানুষের একটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।

মৃত্যুদণ্ড অপরিবর্তনীয় এবং ভুল ঘটে

মৃত্যুদণ্ড হলো শাস্তির একটি অপরিবর্তনীয় রূপ এবং এটি কোনো বিচারিক ত্রুটি সংশোধন, বা কার্যধারা থেকে ন্যায্য বিচার লঙ্ঘনের মোকাবেলার জন্য কোন জায়গা রাখে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অন্যায্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে এবং প্রতি বছর নির্দোষতার জন্য বেশ কিছু কারাবন্দী নিয়ম করে মুক্তি পায়।

ঐশী রহমানের ক্ষেত্রে, যাকে বাবা – মা কে হত্যার অপরাধের জন্য ২০১৫ সালের ১২ নভেম্বর মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়, বেশ কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী অপরাধ সংঘটনের সময় সে ছিল একজন কিশোরী। তার বয়স নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে যে অপরাধ সংঘটনের সময় সে ছিল ১৮ বছরের বেশি বয়সী, যদি তার আপিল ব্যর্থ হয় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তাহলে তার অন্যায় শাস্তির প্রতিকার চাওয়ার জন্য আর কোন সুযোগ থাকবে না।[২]

মৃত্যুদণ্ড: এটি গুরুতর অপরাধ বন্ধ করার কোন উপায় নয়

ঐশী রহমানের মামলার রায় দিতে গিয়ে যখন বিচারক বলেন "এই ধরনের একজন অপরাধীকে যদি মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে ছোটখাট শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের অপরাধ আরও বৃদ্ধি পাবে।"[৩] এই বিবৃতির কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ নেই। পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন গবেষণা এটা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে যে মৃত্যুদণ্ড অন্যান্য শাস্তির চেয়েও আরো কার্যকরভাবে অপরাধ বন্ধে সহায়তা করে। মৃত্যুদণ্ড এবং নরহত্যার হার এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝার জন্য একটি ব্যাপক গবেষণা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, "অপরাধ কমানোর ক্ষেত্রে

মৃত্যুদন্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিবন্ধক– গবেষণায় এই বিষয়ের সপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করা সম্ভব হয় নি"।[৪]

জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দারিদ্র্য, বৈষম্য, ব্যক্তি বিশেষের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, এবং রাষ্ট্রের আইনের শাসন প্রয়োগের ক্ষমতা অধিকাংশ দেশেই সহিংসতার মাত্রা নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।[৫]

অপরাধ রোধের ক্ষেত্রে, অন্যান্য কৌশলের মধ্যে, তার মূল কারণ নির্ধারণ এবং কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক আইন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। অপরাধের শিকার ও বেঁচে যাওয়া মানুষদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে মৃত্যুদণ্ডের আশ্রয় না নিয়েই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

উপরন্তু, অপরাধের জন্য দায়ীদের নৈতিক উন্নতিসাধন এবং সামাজিক পুনর্বাসনের সম্ভাবনা, যা আন্তর্জাতিক আইনের একটি অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, মৃত্যুদণ্ড সেই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্বাসন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার সাথে যাবজ্জীবন কারাদন্ড, অপরাধে দণ্ডিতদের জন্য সংস্কারের সম্ভাবনা প্রদান করে এবং কারাবাসের পর তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীকরণে সহায়ক হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বাংলাদেশের মিডিয়াতে এবং সুশীল সমাজের একটা অংশের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড এবং মৃত্যুদন্ড কার্যকর করাকে মহান করে দেখানোর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।[৬]

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের ব্যবহার সীমিত করতে আইসিসিপিআর অধীনে আইনি বাধ্যবাধকতা আছে এবং মৃত্যুদন্ডের বিলোপ – এটাই বাংলাদেশের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত।[৭] কিন্তু, এখন পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা থেকে দুরত্ব বজায় রাখা তো দুরের কথা, বাংলাদেশ সরকার যারা আরো মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে আহ্বান জানাচ্ছে তাদের পাশে থাকছে। প্রকৃতপক্ষে, সরকার একটি বড় সংখ্যক কেসে মৃত্যুদন্ডের জন্য যুক্তি দিয়েছেন এবং মৃত্যুদন্ডের বিষয়ে সংযম বা তার বিলোপ সাধনে ইতিবাচক সাড়া দেননি।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সব ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিরোধিতা করে, অপরাধের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে; অপরাধবোধ, সরলতা অথবা ব্যক্তির পৃথক অন্য বৈশিষ্ট্য; বা রাষ্ট্র যে পদ্ধতি ব্যবহার করে পদ্ধতি মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে, এবং সেইসাথে সুশীল সমাজের সংগঠনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মৃত্যুদন্ডের ব্যবহার রোধ করতে কাজ করে যাচ্ছে: এটি একটি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর অনুশীলন। ১৯৭৭ সাল থেকে, মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করার জন্য চীন, ইরান, পাকিস্তান, সৌদি আরব, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশ যেখানে মৃত্যুদন্ড ব্যবহৃত হচ্ছে সে সমস্ত দেশের উপর এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গভীর মনোযোগ সহকারে কাজ করে যাচ্ছে।

অবস্থার অবনতি হলেও মৃত্যুদন্ড বিলোপের দিকে বিশ্বব্যাপী জনমত অটুট রয়েছে। সমস্ত বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশের অধিক দেশ আইন করে বা প্রায়োগিকভাবে মৃত্যুদন্ড বিলোপ করেছে। এই বছর আরো তিনটি দেশ – ফিজি, মাদাগাস্কার ও সুরিনাম - সব অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড বিলোপ করেছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪১ টি দেশের মধ্যে ১৮ টি দেশ সকল অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড বিলোপ করেছে। মঙ্গোলিয়ায় নতুন ফৌজদারী কোড ২০১৬ সালে কার্যকর হলে এটি হবে ১০২ তম দেশ যে দেশে সব অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড বিলুপ্ত হবে।

২০১৪ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে কোনো মৃত্যুদন্ড কার্যকরের খবর নথিভুক্ত করেনি। কিন্তু, অন্তত ১৪১ জন পুরুষ ও ১ জন নারীকে বাংলাদেশে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। ২০১৪ সালের শেষের দিকে, ১,২৩৫ জন মানুষ মৃত্যুদন্ডের সারিতে রয়েছেন। ২০১৫ এর শেষে মোট সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ সমূহ

- মৃত্যুদণ্ড সব মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে এর বিনিময়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিন;
- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করুন;
- ভবিষ্যতে মৃত্যুদন্ডের বিলুপ্তির লক্ষ্য নিয়ে মৃত্যুদন্ডের প্রয়োগ স্থগিত রাখুন।

---

[১] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাংলাদেশের মিডিয়া পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

[২] দি ডেইলি স্টার, *'ঐশীর মৃত্যুদণ্ড'*, ১৫ নভেম্বর ২০১৫, http://www.thedailystar.net/frontpage/oishee-given-death-penalty-171697

[৩] দি ডেইলি স্টার, *'ঐশীর মৃত্যুদণ্ড'*, ১৩ নভেম্বর ২০১৫, http://www.thedailystar.net/frontpage/oishee-given-death-penalty-171697 (তথ্য সংগ্রহের তারিখ ৯ ডিসেম্বর ২০১৫, ১৪:৩০)

[৪] আর. হুড, *'মৃত্যুদণ্ড: একটি বিশ্বব্যাপী পরিপ্রেক্ষিত'*, এনসিজেআরএস সারাংশ, জাতীয় ফৌজদারী বিচার সম্পর্কিত পরিষেবা, https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=121906

[৫] এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, *'আমাদের অধিকতর নিরাপদ রাখে না: অপরাধ, জননিরাপত্তা ও মৃত্যুদন্ড '* (এআই সূচি: এসিটি ৫১/০০২/২০১৩) https://www.amnesty.org/en/documents/act51/002/2013/en/

[৬] বিবিসি, *'যুদ্ধাপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড চেয়ে বাংলাদেশে বিপুল জন সমাবেশ'*, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21383632

[৭] নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি: ধারা ৬(৬): "এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই কোনো রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্তিতে বিলম্ব বা বন্ধ করতে ব্যবহার করা যাবে না।" http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx